রবীন্দ্রসাহিত্যের জাপানি অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু স্মৃতি

- কল্যাণ দাশগুপ্ত

দীর্ঘ দু-দশক জাপান প্রবাস পেরিয়ে আমার জীবনের আরও আঠারো বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেটে গিয়েছে। বয়েসটা তো থেমে নেই, যেখানে গিয়ে ছুঁয়েছে তার বৈশিষ্ট্যই হল চর্বিতচর্বণ, চলতি মতে জাবর কাটা। এখন আর বিশেষ কোনও পরিস্থিতির তাড়নায় নয়, অকারণেই মনে হুড়োহুড়ি করে ঢুকে পড়ে ফেলে আসা পথের স্মৃতি। ভাগ্য ভাল, এর মধ্যে আনন্দময় স্মৃতিও বেশ কিছু আছে। তাদেরই একটি ক্রমেই-এগিয়ে-চলা বর্তমানের প্রবেশদ্বারে ধাক্কা দিচ্ছে কিছুকাল হল। অঞ্জলি পত্রিকার আশকারায় তারই থেকে দু-চার কথা নিবেদন করতে বসেছি।

সেটা ছিল ১৯৭৫ সাল। গ্রীষ্মকালে প্রতি বছরেরই মত টোকিও গাইকোকুগো-দাইগাকু (ইংরিজি নাম Tokyo University of Foreign Studies) আয়োজন করেছেন একটি বিদেশী ভাষা দ্রুত প্রশিক্ষণের -- অতি অল্প সময়ে ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা। আমি এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, কেননা সেবার শেখানো হয়েছিল আ মরি বাংলা ভাষা।

ছাত্র সংখ্যা কত ছিল ? মনে নেই, তবে দশের বেশি তো হবেই। সপ্তাহে বোধকরি চার দিন ক্লাস, প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘন্টা। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে কখনও ক্লান্তির চিহ্ন দেখিনি, বরং গভীর কৌতূহলই চোখে পড়েছিল একেবারে শেষ অবধি।

পড়িয়েছিলেন অধ্যাপক ৎসুয়োশি নারা। কোর্স যখন সাঙ্গ হল, আমাকে ডেকে তিনি জানালেন ছাত্রদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাংলা সাহিত্য পাঠে এবং তার জাপানি অনুবাদে উৎসাহী। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাদের কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি কিনা।

আমি তো না-ভেবে-চিন্তে রাজি হয়ে গেলাম। প্রথম কী পড়া হবে ? আমি সুপারিশ করে বসলাম রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ। ভেবে দেখুন ব্যাপারটা ! মাস দুয়েক বাংলা শিখে সরাসরি কী, না ক্ষুধিত পাষাণ ! নির্বাচনের কারণ দুটি ছিল।

প্রথমত গল্পটি সম্পর্কে আমার পক্ষপাতিত্ব। ক্ষুধিত পাষাণের সমকক্ষ ছোটগল্প পৃথিবীতে আর কটি আছে জানা নেই, কিন্তু যদি খুঁজে পেতে একটিও না মেলে, আমি তাতে আশ্চর্য হব না। বছর আষ্টেক আগে এটির একটি অনবদ্য ইংরিজি অনুবাদ বেরিয়েছে। পাওয়া যাবে অনুবাদক অমিতাভ ঘোষের The Imam and the Indian(ISBN 81-7530-0582) প্রবন্ধ সঙ্কলনটিতে। আমি অনুবাদটি আমেরিকায় আমার পরিচিত একাধিক ইংরিজি সাহিত্যের অধ্যাপককে পড়িয়েছি, তাঁদের সাধুবাদ আমাকে আনন্দ দিয়েছে।

দ্বিতীয় কারণটি হল এই যে ১৯৭৫-এ টোকিয়োয় নিজের ইচ্ছা মতো বাংলা গল্প, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব ছিল। আমার দৃষ্টি সব সময়েই ছিল নারা সেনসেই-এর বইয়ের তাকের দিকে, সেখানে বিরাজ করত অখণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী। তারই থেকে ক্ষুধিত পাষাণ কপি করা হয়েছিল জাপানি ছাত্র-অনুবাদকদের জন্য।

আমার ধারণা বাংলা থেকে অন্য কোনও ভাষায় অনুবাদ যে কত দুরূহ তা এ কাজে হাত না দিলে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অনুবাদ ব্যাপারটিই সহজসাধ্য নয়, কিন্তু জাপানি থেকে যাঁরা ইংরিজিতে অনুবাদ করেন, অন্তত তাঁদের সহায়তায় হাজারও অভিধান ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। এখানে বাংলা পুস্তক-ভাণ্ডারের দৈন্য অপরিসীম। এ হেন পরিস্থিতিতে গ্রীষ্মের ছাত্রেরা যে মাঝপথে হাল ছেড়ে না দিয়ে কী করে অসীম উৎসাহে অনুবাদ শেষ করেছিলেন আজও তা আমার অজ্ঞাত। কিন্তু অনুবাদ শেষ হয়েছিল, এবং সাগ্রহে তা পাঠ করার লোকেরও অভাব হয় নি।

একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করার লোভ সামলাতে পারছি না। মূল গল্পে পাচ্ছি : হঠাৎ গুমোট ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটি বাতাস দিল -- শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল।

জাপানি অনুবাদে দাঁড়িয়েছিল:

突然蒸すような暑気を破って一陣の風が吹き抜けましたーシュスタ川の穏やかな水面が妖精の髪のようにさざ波立ち、夕闇に蔽われたすべての森が一瞬間、いっせいにさらさらと音を立てて、まるで悪夢から目覚めたようになりました。

লিখিত জাপানির সঙ্গে পাঠকদের অনেকেরই হয়তো পরিচয় নেই, কিন্তু অনুবাদ কেমন দাঁড়িয়েছিল তার আভাস আর কী উপায়ে আপনাদের দেওয়া যেত ?

অনুবাদে একটি শব্দে হোঁচট খেতে হয়েছিল। শব্দটি জাপানিতে না থাকায় অনুবাদকেরা মূল ফরাসি থেকে ইংরিজিতে আমদানি এ -শব্দটির কাতাকানায় লিপ্যন্তরিত জাপানি প্রতিশব্দটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। আমি এতে আপত্তি জানিয়েছিলাম, আমার ইচ্ছা ছিল ক্ষুধিত পাষাণের জাপানি অনুবাদে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ জাপানি ভাষার নিজস্ব শব্দভাণ্ডার থেকে চয়িত হবে। শেষ অবধি শব্দটি সৃষ্টি করতে হয়েছিল জাপানিতে।

ক্ষুধিত পাষাণের পাশাপাশি আরও কিছু অনুবাদ চলছিল। আমারই অনুরোধে একই সময়ে সম্মিলিত অনুবাদ হয় "দুঃসময়" কবিতার। তাছাড়া ছিল ডাকঘর নাটক। ডাকঘরের অনুবাদক ছিলেন মাসায়ুকি ওওনিশি। তার নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপিটি আমি তাঁর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলাম। আজও সেটিকে সযত্নে রক্ষা করছি।

এই সময়ে প্রধানত তামোৎসু নাগাইয়ের উৎসাহে বাংলা ভাষার ছাত্রছাত্রীরা নতুন একটি সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনে উদ্যোগী হন। ঠিক হয়, পত্রিকাটির বিষয়বস্তু হবে ভারতীয় সাহিত্যের জাপানি অনুবাদ। এটিকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নয়, যথেষ্ট সংখ্যক লেখা জমলে তবেই প্রকাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, প্রথম

থেকে এ-ই ছিল পরিকল্পনা। যতদূর মনে পড়ে, অধ্যাপক নারা-ই এটির নামকরণ করেন ''কল্যাণী''।

কল্যাণী এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে কিনা ঠিক জানিনা, কিন্তু এতে বাংলা সাহিত্যের যে-সব অনুবাদ অথবা ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক যে-সব প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে, আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে তা অতি উচ্চ মানের। আমার কিছু কিছু জাপানি বন্ধুর বাংলা ভাষার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই, তাঁদের আমি কল্যাণীতে প্রকাশিত অনুবাদ পড়িয়েছি। তাঁরা সকলেই অনুবাদের প্রশংসা করেছেন। এখানে একটি কথা বিশেষত উল্লেখ্য। ঠিক কোন বছর থেকে মনে করতে পারছি না, বোধহয় আটের দশকের মাঝামাঝি জাপানের কোনও একটি প্রকাশক রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে চয়ন করে গল্প, কবিতা ইত্যাদি জাপানিতে অনুবাদ করান, এবং সেই অনুবাদ ছাপিয়ে বহু খণ্ডে বিস্তৃত সুদৃশ্য এক সঙ্কলন বার করেন। জাপানিতে অনুবাদ কিন্তু এ-সঙ্কলনটিতে সব সময়ে সরাসরি বাংলা থেকে হয় নি, পূর্ব প্রকাশিত ইংরিজি অনুবাদ থেকেও হয়েছিল। এমনই একটি ইংরিজি থেকে জাপানিতে অনুবাদিত ছোটগল্প এবং তার পাশাপাশি কল্যাণীতে প্রকাশিত সরাসরি বাংলা থেকে জাপানিতে সেই গল্পেরই অনুবাদ আমি আমার অন্তরঙ্গ কতিপয় বিদগ্ধ জাপানি বন্ধুকে পড়িয়েছিলাম। তাঁরা সকলেই রায় দিয়েছিলেন, কল্যাণীর অনুবাদ সর্বাংশে শ্রেয়।

কল্যাণীর প্রথম সংখ্যাটি হাতে লিখে কপি করানো হয়েছিল। তারপর কয়েক সংখ্যা থেকেই পত্রিকাটি ছাপার অক্ষরে বেরোতে শুরু করে। দ্বিতীয় সংখ্যাটি আমার সংগ্রহে নেই, কিন্তু তৃতীয়টি আছে। এটিতে সঙ্কলিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রের প্রতি, চঞ্চলা, সমুদ্র, দেউল, কন্টকের কথা, অচল স্মৃতি, ক্ষুদ্র আমি, ও মুক্তির জাপানি অনুবাদ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সংখ্যায় কলকাতার উপর লেখা মাসায়ুকি ওওনিশির একটি ভারি সুন্দর প্রবন্ধ বার হয়েছিল।

সপ্তম সংখ্যায় পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের ধুলামন্দির, শিশুতীর্থ, জগৎ পারাবারের তীরে, পুরোনো বট, ও নদী কাব্যের অনুবাদ। এর মধ্যে শিশুতীর্থ অনুবাদের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল অনুবাদক মাসায়ুকি ওওনিশির একটি মনোজ্ঞ আলোচনা।

তামোৎসু নাগাইয়ের প্রসঙ্গ আগেই উঠেছে এ-লেখায়। কল্যাণীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর অনুবাদে পথের পাঁচালী পরে পুস্তকাকারে বার হয়।

এক সময়ে আমি বঙ্গসাহিত্য পাঠচক্রের (মূল জাপানিতে বেংগারু বুনগাকু দোকুশোকাই) বৈঠকে নিয়মিত হাজিরা দিয়েছি, কিন্তু পরে বোধহয় কল্যাণীতে সদস্যদের একক অনুবাদই প্রকাশিত হয়েছে, বৈঠকে জড়ো হওয়ার আর প্রয়োজন হয় নি। তবে সদস্যদের কারও কারও সঙ্গে পরেও প্রায়ই দেখা হয়েছে আমার, কারও সঙ্গে কদাচিৎ। শেষোক্তদের মধ্যে ছিলেন তামোৎসু। তাঁর সঙ্গে অনেক কাল পরে একবার দেখা হয়েছিল কানদা অঞ্চলে এক সন্ধ্যায়। তার পর চক্রের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আমারই বাড়িতে। আমাকে বিদায় দিতে এসেছিলেন তিনি। আমার তখন জাপান ছেড়ে যাবার দিন আগত।

কে জানত তামোৎসু আমাকে নয়, আমিই সেদিন তামোৎসুকে বিদায় দিয়েছিলাম চিরদিনের জন্য।

আমেরিকা প্রবাসে বছর পাঁচেক কাটলে একদিন ভোর সকালে ফোন বেজে উঠল : ওদিকে দোকুশোকাইয়ের সদস্য কাজুহিরো ওয়াতানাবে। তিনিই জানালেন, তামোৎসু আর নেই।

এখনও তামোৎসুর চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ছোটখাট আত্মভোলা মানুষটি। মনে পড়ে বাংলাদেশে তোলা একটি ছবিতে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন। আমার বিশ্বাস এ-ছবিতেই ফুটে উঠেছিল প্রতিভাবান এই মানুষটির সত্য পরিচয়। ❑

বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য)